Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

IOM

Islamic Online Madrasah

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা:সুলতানা সুরভী

রোলঃ 23090120213


২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা:সুলতানা সুরভী

রোলঃ 23090120213

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছা:সুলতানা সুরভী, আইডিঃ 23090120213 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

**মোছা:সুলতানা সুরভী**

আইডিঃ 23090120213

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

# সূচিপত্র

ভুমিকা ........................................ 5
পিতা-মাতার বার্ধক্যে সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য ........................................ 6
মায়ের মত কেউ হয় না ........................................ 7
সন্তানদের শৈশবে পিতামাতার ভূমিকা ........................................ 8
উহ্ বলতে মানা ........................................ 8
কুরাআনে পিতা-মাতার অধিকার ........................................ 11
হাদিসের আলোকে পিতামাতার মর্যাদা : ........................................ 12
পিতা মাতার প্রতি অবহেলার পরিণাম ........................................ 14
ইসলামে পিতামাতার প্রতি সদাচরণের গুরুত্ব ........................................ 19
বর্তমান সমাজে পিতা মাতার অবস্থা ........................................ 19
উপসংহার ........................................ 20

পিতা ও মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

# ভুমিকা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়াবারকাতুহ। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার যিনি আমার মতো ক্ষুদ্র একটা মানুষকে দিয়ে লেখা শুরু করিয়েছেন।

সন্তান পিতা মাতার জন্য মহান আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত সবচেয়ে বড় আমানাত।আবার এই সন্তানই প্রায় প্রতেক বিবাহিত দম্পতিদের নিকট আল্লাহ তায়ালার দেওয়া শ্রেষ্ঠ উপহার।এই শ্রেষ্ঠ উপহার তথা আমানত পাওয়ার পরেই তারা পিতা মাতা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে।সন্তান যেমন পিতা মাতার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ উপহার তেমনি পিতা-মাতাও সন্তানের নিকট আল্লাহ তায়ালার দেওয়া শ্রেষ্ঠ নিয়ামত।পিতা মাতা সন্তান  জন্ম দানের আগে থেকে অর্থাৎ গর্ভধারনের পর থেকেই সন্তানের জন্য মায়া মততা, ভালোবাসার নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।সাথে থাকে সন্তানকে উত্তম তারবিয়াত দিয়ার স্বপ্ন।তারা চিন্তায় থাকে কিভাবে তারা তাদের সন্তানকে  লালন পালন করবেন।তাদের অনাগত সন্তান দুনিয়াতে আসার পর যাতে কোনো কষ্ট ছুঁতে না পারে সেই চিন্তায় অস্থির থাকে।

**পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য:** পিতা মাতার প্রতি সন্তানের প্রধান দায়িত্ব হল তাদের সম্মান করা। তাদের আদেশ নিষেধ মেনে চলা। তবে ইসলাম বিরোধী কথা মেনে চলা কখনোই উচিত হবে না। তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা এবং তাদের দেখাশোনা ও যত্ন নেওয়া বিশেষ করে বৃদ্ধা অবস্থায় তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন তাদের সেবা করা তাদের কথা মেনে চলা সকল বিষয় তাদের সহযোগিতা করে এবং তাদের প্রয়োজনে পাশে থাকা।

পিতা মাতা যেমন সন্তানদের শৈশবে আগলে রাখেন।আদর যত্ন করে মানুষর মত মানুষ করে সেই সন্তানের উচিত তাদের জীবনকালে পিতামাতাকে ঠিক সেই রকম ভাবে যত্ন করা।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের ১৭ নং সূরা বনি ইসরাইল এর ২৪ নং আয়াত তুলে ধরেছেন।যা দ্বারা পিতা মাতার সাথে আমাদের তথা সন্তানদের  কেমন আচরণ করেছেন তা বলেছেন

মমতাবশে তাহাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করিও এবং বলিও, ‘হে আমার প্রতিপালক! তাহাদের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে তাহারা আমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।’

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا

(সূরা নম্বর: ১৭ আয়াত নম্বর: ২৪,সূরা বনি ইসরাইল)

## পিতা-মাতার বার্ধক্যে সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

পিতা মাতা বৃদ্ধ বয়সে শিশু সন্তানের মতন হয়ে যায়।তারা বাচ্চামো শুরু করে।
তাদের সেই সময় শিশু সন্তানের যেমন যত্ন নেওয়া হয় তেমন করে যত্ন  নিতে হয়।সন্তানদের উপরএকটা গুরু দায়িত্ব পরে যায়।

**সদাচরণ**

সব সময় তাদের সাথে সদাচরণ করতে হবে। তারা যদি মুশরিকও হন

**যত্ন**

পিতা মাতার বার্ধক্য চলে আসলে তাদের কে বেশি বেশি যত্নে রাখতে হয়। তারা শিশুর মতোন হয়ে যায়।

**চিকিৎসা**

তারা অসুস্থ হলে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সন্তানের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

**আর্থিক সহায়তা**

পিতা মাতার বৃদ্ধ হয়ে গেলে তাদের আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন হয়। কারণ তখন তারা আর আয়  করতে পারেন না। কিন্তু বিভিন্ন প্রয়োজনে তাদেরও অর্থের প্রয়োজন হতে পারে আগে থেকেই তাদেরকে অর্থ দিয়ে রাখা উত্তম।

### পিতা-মাতার মৃত্যুর পরে তাদের প্রতি কর্তব্য

**দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা**

তাদের জন্য দোয়া করা এবং ক্ষমাপ্রার্থনা করা একজন সন্তানের জন্য পিতা মাতার প্রতি কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

### পিতা-মাতার বন্ধুদের প্রতি সদাচরণ

পিতা মাতার আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবের সাথে সবসময় ভালো ব্যবহার করাটাও নৈতিক দায়িত্ব। তাদের খোঁজখবর নেওয়া বিভিন্ন প্রয়োজনে সহায়তা কর সন্তানের দায়িত্ব।

### ধর্মীয় দায়িত্ব পালন

তাদের তাদের অপূর্ণ নামাজ,রোজা,মানত, ঋণ এবং হজ্জ থাকলে তা পূরণ করা

## মায়ের মত কেউ হয় না

মায়ের পেটে থাকে মাকে কত আঘাত দিয়েছি,লাথি দিয়েছি! মা কষ্ট পেয়েছেন তবুও হাসি মুখে মেনে নিয়েছেন।বরং নড়াচড়া বন্ধ করে দিলে লাথি না দিলে মাকে ব্যাথা না দিলে তখন মা বেশি অস্থির হয়ে যেতেন আমার চিন্তায়।যে সুস্থ আছি কি না? বেঁচে আছি কিনা?এই মা আমার মুখটা দেখার জন্য কত কষ্ট সহ্য করেন।খেতে পারেন না,ঘুমাতে পারেন না,চলা ফেরা করতে কষ্ট পান।একবার শরীর একটু ভালো থাকে তো আরেকবার দেখা যায় চলতে পারে না।শুধু আমাদের মুখটা দেখার জন্য।দশ মাস গর্ভে ধারণ দু’বছর দুধ পান করিয়ে নিজে অসুস্থ হয়ে আমাকে ভালো রেখেছেন।

আমি তো মানুষকে তাহার পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়াছি। জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করিয়া গর্ভে ধারণ করে এবং তাহার দুধ ছাড়ান হয় দুই বৎসরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسٰنَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَلِـوَالِدَيْكَ ؕ
اِلَىَّ الْمَصِيْرُ ۝

(সূরা নম্বর: ৩১ আয়াত নম্বর: ১৪,সূরা লোকমান)

মা আমাদের জন্য এত এত কষ্ট সহ্য করেছেন তার এই ঋণ শোধ করার জন্য যদি আমরা আমাদের শরীরের চামড়া কেটে জুতা বানিয়েও দেই তবুও সে ঋণ শোধ হবে না।

## সন্তানদের শৈশবে পিতামাতার ভূমিকা

শিশুর জন্মের পরে তার বেশ কিছু হক রয়েছে।যেগুলো পিতামাতার আদায় করতে হয়।

১.জন্মের পর পিতার উচিত তার সন্তানের ডান কানে আজান এবং বাম কানে ইকামত দেওয়া।
২.তাহনিক করা
৩.সাত দিনের দিন তার চুল ছেটে দেওয়া এবং চুলের ওজনে সদকা করা
৪.একটা সুন্দর নাম রাখা এবং
৫.জন্মের ৭দিনে আকিকা দেওয়া। ছেলে সন্তান হলে দুইটা এবং মেয়ে সন্তান হলে তার জন্য একটি পশু কোরবানি করা।
পিতা মাতা তার ছোট্ট শিশুকে স্নেহ মমতা,আদর ভালোবাসা দিয়ে অতি কষ্ট করে সন্তান লালন পালন করতে থাকে।
এছাড়া পিতা-মাতার উচিত শৈশব থেকেই তাদের তাদের লালন পালন করা, শিক্ষা দেওয়া প্রদান কর। ছোটবেলা থেকে কে তার রাসূলকে ইসলামকে তার দ্বীনকে চিনিয়ে দেওয়া এটা প্রত্যেক পিতা-মাতার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এবং কর্তব্যর মধ্যে পড়ে। কোনটা হক কোনটা বাতিল কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায় এটা বুঝিয়ে দেওয়ার বাবা মার ই দায়িত্ব।প্রত্যেক বাবা-মায়েরই উচিত তাদের সন্তানদের ছেলেবেলায়ই ইসলামী আদব কায়দা প্রদান করা। যাতে বড় হয়ে তারা ভুল পথে পা না বাড়ায়

## উহ্ বলতে মানা

তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়াছেন তিনি ব্যতীত অন্য কাহারও ‘ইবাদত না করিতে ও পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে। তাহাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হইলে তাহাদেরকে ‘উফ্’ বলিও না এবং তাহাদেরকে ধমক দিও না ; তাহাদের সঙ্গে সম্মানসূচক কথা বলিও।

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعۡبُدُوۡۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ وَبِالۡوَالِدَيۡنِ اِحۡسَانًا ؕ اِمَّا يَـبۡلُغَنَّ عِنۡدَكَ الۡكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوۡ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوۡلًا كَرِيۡمًا

(সূরা নম্বর: ১৭, সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত নম্বর: ২৩)

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে আমাদের তথা সন্তানদের কঠোর ভাবে নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন যেনো কখনো পিতামাতার সাথে খারাপ আচরণ না করা হয়।তারা যদি আল্লাহকে অমান্য করে তবুও তাদের সাথে উচু আওয়াজে কথা বলা যাবেনা।নিচু আওয়াজে কথা বলতে হবে।

আমাদের পিতা ইব্রাহিম (আ) এর পিতা আযর একজন বড় মুশরিক ছিলেন।মূর্তি পূজা করতেন।এবং তিনি হযরত ইব্রাহীম(আ) কেউ মূর্তি পূজা করতে বলেন।কিন্তু ইব্রাহীম (আ) এক আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তার পিতাকে আস্তে নরম সুরে অনেকবার বোঝাবোর চেষ্টা করেছেন কিন্তু কখনও উচু আওয়াজে কথা বলেন নি।এখন থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে যে  আমাদের নবীরা কখনও পিতার সাথে উচু আওয়াজে কথা বলেন নি আমাদেরও বলা যাবে না।

আমরা আমাদের জীবদ্দশায় পিতা এবং মাতা যাকেই পায়না কেনো আমাদের উচিত তাদের সাথে সর্বদা উত্তম আচরণ করা।

মা বাবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা বা উত্তম আচরণ করা আল্লাহ তায়ালার কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল।
আল্লাহ তায়ালা সূরা লোকমানের ১৪ নং আয়াতে বলেছে____

‘সুতরাং আমার এবং পিতামতার শুকরিয়া আদায় কর।আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে।

আয়াতের ব্যাখ্যায় এসেছে,আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে ইমানে নেয়ামত লাভের কারণে আর পিতা মাতার শুকরিয়া আদায় করতে হবে সন্তান -সন্ততিকে লালন পালন করার কারণে।

বিভিন্ন ওলামায়ে কেরামগণের মতে,আল্লাহ তায়ালার পর কৃতজ্ঞতা ও স্বদব্যবহার ইহসান ও শোকর ভালো কাজের সম্পৃক্ততা, আনুগত্য ও মান্য পাওয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত মাখলুক হলো ‘পিতা -মাতা’।কারণ আল্লাহ তায়ালা তার নিজের ইবাদতের সঙ্গে যাদের সম্পৃক্ত করেছেন তারা হলো পিতা মাতা।

**কেন উফ্ বলা যাবে না:** পিতা মাতার কোনো আচরণে ‘উফ’ বলা যাবে না বা তাদের কষ্ট দেওয়া যাবে না।কারণ তাদের প্রতি স্বদব্যাবহার করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান।এমন কি তারা যদি কোনো বুল বা অন্যায়  কাজও করেন তাদের সাথপ সদয় আচরণ করতে হবে।যেমন টা বল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা আমদের আদেশ দিয়েছেন।

- **আল্লাহর আদেশ:**আল্লাহ তায়ালা কআল কুরআনে সূরা লোকমানের ১৪ নং আয়াতে বলেছেন “ তোমরা আমার ইবাদত কর এবং পাশাপাশি

পিতামার প্রতি সদ্বাচরন করা।

- **অন্যায় হলেও আচরণ ঠিক রাখতে হবে:**পিতা মাতা যদি কোনো ভুল বা অন্যায় কাজও করেন তাহলেও তাদের প্রতি “উফ” বলা বা তাদের সাথের খারাপ আচরণ করা যাবে না।

- **অসন্তোষের কারণ:**পিতা মাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট হন।যা একটি বড় গুনাহের কাজ হিসাবে বিবেচিত হয়।

- **তাদের সম্মান করা:** তাদের প্রতি সর্বোচ্চ সুন্দর ব্যবহার করা।এমন কি তারা যদি সন্তানের কোনো ক্ষতিও করেন তবুও।

- **যখন পিতা মাতা অন্যায় করেন তখন সন্তানের কর্তব্য :**কখনো খারাপ ব্যাবহার করা যাবে না।যদি কখনো পিতা মাতা কোনো অন্যায় বা শরিয়ত বিরোধী কাজ করতে বলেন তবুও তাদের সাথে খারাপ ব্যাবহার কর আমাদের উচিত হবে না।

- **নম্রভাবে বোঝানোর চেষ্টা করা:**যখন তাদের মন ভালো থাকবে তখন তাদের বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে।

- **দোয়া করা:** তারা যখন কিছু বুঝতে চাইবে না তখন বেয়ি বেশি করে তাদের জন্য দোয়া করতে হবে।দোয়া সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। দোয়া কবুল হলে অনেক কিছুই সহজ হয়ে যায়।

**মাতা ও পিতার মধ্যে সর্বাধিক হকদার কে:**একদিন একজন ব্যক্তি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলেন ইয়া রাসুলআল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ‘আমার কাছ থেকে মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সদ্ব্যবহার পাওয়ার হকদার কে?’তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, ‘তোমার মা’।লোকটি পুনরায় বনাম কে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তারপরে কে?’মহানবী সাঃ আবারও উত্তর দিলেন, ‘তোমার মা’।এরপর লোকটি তৃতীয় বার একই প্রশ্ন করলেন, এবং আবার উত্তর করলেন তোমার মা। লোকটি চতুর্থবার যখন একই প্রশ্ন করলেন তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম উত্তর করলেন ‘তোমার পিতা।’
এ থেকেই বোঝা যায় যে মায়ের হক সবচেয়ে বেশি।

# কুরআনে পিতা-মাতার অধিকার

আল্লাহ তায়ালা আল কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় পিতামাতার অধিকার সম্পর্কে বলেছেন। যেমন সূরা বনি ইসরাইল এর ২৩ নং আয়াতে বলেছেন _

‘তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়াছেন তিনি ব্যতীত অন্য কাহারও ‘ইবাদত না করিতে ও পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে। তাহাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হইলে তাহাদেরকে ‘উফ্’ বলিও না এবং তাহাদেরকে ধমক দিও না ; তাহাদের সঙ্গে সম্মানসূচক কথা বলিও।’

وَقَضٰى رَبُّكَ اَ تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاه وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۗ اِمَّا يَبْلُغَ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا

(সূরা  বনি ইসরাইল, আয়াত ২৩)

ব্যাখা:পিতা মাতার প্রতি উত্তম আচরণ করা ঈমানের অংশ।  তাদের সাথে মতের অমিল হলেও কখনো বাজে আচরণ বা উহ করা যাবেনা।

এছাড়া সূরা বনি ইসরাইল এর ২৪ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য দোয়া করতে বলেছন,

মমতাবশে তাহাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করিও এবং বলিও, ‘হে আমার প্রতিপালক! তাহাদের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে তাহারা আমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।’

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًاؕ

সূরা নম্বর: ১৭ আয়াত নম্বর:২৪

তারা যেমন আমাদেরকে ছোট বেলায় মানুষ করেছিলেন আমাদেরও উচিত তাদেরকে সেভাবে যত্ন করো।

এছাড়া সূরা লোকমানে

তোমার পিতামাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাইতে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নাই, তুমি তাহাদের কথা মানিও না, তবে পৃথিবীতে তাহাদের সঙ্গে বসবাস করিবে সদ্ভাবে এবং যে বিশুদ্ধচিত্তে আমার অভিমুখী হইয়াছে তাহার পথ অবলম্বন কর, অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট এবং তোমরা যাহা করিতে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করিব।

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۙ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ ۚ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

সূরা নম্বর: ৩১ আয়াত নম্বর: ১৫

যদি তারা তোমাকে আমার সঙ্গে কাউকে শরিক করার করার চাপ দেয় তাহলে  তোমরা তাদের আনুগত্য করো না আর যদি দুনিয়ার কাজ হয় তাহলে সুন্দর ভাবে তা শেষ করো। এই আয়াতের ব্যাখা থেকে বোঝা যায় যে পিতা-মাতার অবাধ্য কথা মানা যাবে না, কিন্তু তাদের প্রতি সম্মান বজায় রাখতে হবে।

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

(সূরা আল-ইসরা, আয়াত ২৩)

বাংলা তর্জমা:

“তোমার প্রভু আদেশ করেছেন যে, তুমি শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করো এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো।”

ব্যাখ্যা:

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নিজের ইবাদতের সঙ্গে সঙ্গে পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ, পিতা-মাতার প্রতি উত্তম আচরণ করা ঈমানের অংশ।

📖 আয়াত ২

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ

(সূরা লুকমান, আয়াত ১৪)

বাংলা তর্জমা:

“আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে।”

## হাদিসের আলোকে পিতামাতার মর্যাদা :

✐ হাদীস ১

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"الرِّضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ"

(তিরমিজি, হাদীস: ১৮৯৯)

বাংলা তর্জমা:

“আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে পিতা-মাতার সন্তুষ্টির মধ্যে, আর আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে পিতা-মাতার অসন্তুষ্টির মধ্যে।”

ব্যাখ্যা:

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, যে ব্যক্তি পিতা-মাতাকে খুশি রাখে, সে আসলে আল্লাহকেই খুশি রাখে। তাই পিতা-মাতার খুশি অর্জন করা ঈমানের অপরিহার্য অংশ।

🖉 হাদীস ২

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

"أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أَبُوكَ"

(বুখারী ও মুসলিম)

বাংলা তর্জমা:

“তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার বাবা।”

ব্যাখ্যা:

এই হাদীসে মায়ের তিনগুণ অধিক মর্যাদা বোঝানো হয়েছে, কারণ মা সন্তান জন্ম ও লালন-পালনে সবচেয়ে বেশি কষ্ট সহ্য করেন।

🖉 হাদীস ৩

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

"الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوِ احْفَظْهُ"

(তিরমিজি, হাদীস: ১৯০০)

বাংলা তর্জমা:

“পিতা হলো জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা। তুমি ইচ্ছা করলে সেই দরজাটি রক্ষা করো, আর ইচ্ছা করলে হারিয়ে ফেলো।”

ব্যাখ্যা:

অর্থাৎ পিতাকে সম্মান ও সেবা  করা জান্নাতে প্রবেশের অন্যতম পথ। পিতার অবাধ্য হওয়া মানে জান্নাতের এক দরজা বন্ধ করে দেওয়া।

🖉 হাদীস ৪

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

"من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه"

(বুখারী ও মুসলিম)

বাংলা তর্জমা:

“যে ব্যক্তি চায় তার জীবিকা বৃদ্ধি পাবে এবং আয়ু দীর্ঘ হবে, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।”

ব্যাখ্যা:

পিতা-মাতা আত্মীয়তার মূল উৎস। তাদের সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক রাখলে আল্লাহ রিজিক ও বরকত বৃদ্ধি করেন।

উপরে উল্লেখিত হাদিসগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে পিতা মাতাকে সর্বদা সর্বোচ্চ উঁচু আসনে রাখতে হবে। তাদেরকে কখনো অসম্মান করা যাবে না। অবহেলা করা যাবে না। তারা ভালো থাকলেই আল্লাহ তায়ালা খুশি হবেন।

# পিতা মাতার প্রতি অবহেলার পরিণাম

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক হাদিসে বলেছেন  আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে পিতা-মাতার সন্তুষ্টির মধ্যে আর আল্লাহর অসন্তুষ্টি রয়েছে এখন পিতা মাতার অসন্তুষ্টির মধ্যে। এ হাদিসটি ব্যাখ্যা করলেই বোঝা যায় যে পিতা মাতার প্রতি অবহেলা করলে সন্তানের কি অবস্থা হতে পারে। যে সন্তান পিতা-মাতাকে অবহেলা করে সে সন্তান জীবনে কখনোই সফলতা লাভ করতে পারেনা। তার ইহকাল পরকাল উভয়ই শেষ।

মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া একটি গুরুতর অপরাধ।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

الْكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَالْيَمِيْنُ الْغُمُوْسُ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ.

''কবীরা গুনাহ্গুলো হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা, ইচ্ছাকৃত মিথ্যে কসম খাওয়া, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া এবং অবৈধভাবে কাউকে হত্যা করা''। (বুখারী ৬৮৭০)

মুগীরা বিন্ শু'বাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ.

''নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর হারাম করে দিয়েছেন মায়ের অবাধ্যতা, জীবিত মেয়েকে দাফন করা, কারোর প্রাপ্য না দেয়া ও নিজের পাওনা নয় এমন বস্তু কারোর নিকট চাওয়া। তেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের
জন্য অপছন্দ করেন যে কোন শুনা কথা বলা, বেশি বেশি চাওয়া ও সম্পদ বিনষ্ট করা''। (বুখারী ২৪০৮, ৫৯৭৫)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন:

لَا يَدْخُلُ الْـجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلَا عَاقٌّ وَلَا مُدْمِنُ خَمَرٍ.

''তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবেনা: যে ব্যক্তি কাউকে অনুগ্রহ করে পুনরায় খোঁটা দেয়, মাতা-পিতার অবাধ্য এবং মদপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি''।(জা'মিউস্ সাগীর : ৬/২২৮)

তিনি আরো বলেন:

ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْـجَنَّةَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ..

''তিন ব্যক্তির উপর আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। তম্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তি''। (জা'মিউস্ সাগীর : ৩/৬৯)

তিনি আরো বলেন:

لَا يَدْخُلُ حَائِطَ الْقُدْسِ سِكِّيْرٌ وَلَا عَاقٌّ وَلَا مَنَّانٌ.

‘‘তিন ব্যক্তি বাইতুল্ মাক্বদিসে প্রবেশ করতে পারবেনা: অভ্যস্ত মদ্যপায়ী, মাতা-পিতার অবাধ্য এবং যে ব্যক্তি কাউকে অনুগ্রহ করে পুনরায় খোঁটা দেয়’’। (সিল্সিলাতুল্ আহা’দীসিস্ সাহীহাহ্ : ২/২৮৯)

মাতা-পিতার অবাধ্যতার সরূপ:

মাতা-পিতার অবাধ্যতা দু’ ধরনের: হারাম ও মাকরূহ্।

ক. হারাম অবাধ্যতার দৃষ্টান্ত। যেমন:

মাতা-পিতা সন্তানের উপর কোন ব্যাপারে কসম খেয়েছেন। অথচ সে তাদের উক্ত কসমটি রক্ষা করেনি।

মাতা-পিতা সন্তানের নিকট প্রয়োজনীয় কিছু চেয়েছেন। অথচ সে তাদের উক্ত চাহিদা পূরণ করেনি।

মাতা-পিতা সন্তানের নিকট কোন কিছু আশা করেছেন। অথচ সে তাদের উক্ত আশা ভঙ্গ করেছে।

মাতা-পিতা সন্তানকে কোন কাজের আদেশ করেছেন। অথচ সে তাদের উক্ত আদেশটি পালন করেনি।

মাতা-পিতাকে মেরে, গালি দিয়ে বা কারোর নিকট তাদের গীবত বা দোষ চর্চা করে তাদেরকে কষ্ট দেয়া সর্বোচ্চ নাফরমানি। তবে গুনাহ্’র কাজে তাদের কোন আনুগত্য করা যাবে না।

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন:

»وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، وَصَاحِبْهُمَا فِيْ الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا، وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ«

‘‘তোমার মাতা-পিতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বস্তু বা ব্যক্তিকে শরীক করতে পীড়াপীড়ি করে যে ব্যাপারে তোমার কোন জ্ঞান নেই তথা কুর‘আন ও হাদীসের কোন সাপোর্ট নেই তাহলে তুমি এ ব্যাপারে তাদের কোন আনুগত্য করবেনা। তবে তুমি এতদ্সত্ত্বেও দুনিয়াতে তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে এবং সর্বদা তুমি আমি (আল্লাহ্) অভিমুখী মানুষের পথ অনুসরণ করবে। কারণ, পরিশেষে তোমাদের সকলকে আমার নিকটই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন আমি তোমাদের কর্ম সম্পর্কে তোমাদেরকে অবশ্যই অবগত করবো’’। (লুক্বমান : ১৫)

খ. মাকরূহ্ অবাধ্যতার দৃষ্টান্ত। যেমন:

আপনার পিতা খাবার শেষ করেছেন। এখন তিনি হাত ধুতে চাচ্ছেন এবং তিনি স্বয়ং উঠে গিয়ে হাতও ধুয়েছেন। আপনি শুধু তা দেখেই আছেন। কিছুই করেননি। এতে আপনি পিতার অবাধ্য হননি।

তবে কাজটি আরো ভালো হতো যদি আপনি আপনার কাজের ছেলেকে হাত ধোয়ার পানিটুকু আপনার পিতাকে এগিয়ে দিতে বলতেন।

কাজটি আরো ভালো হতো যদি আপনি স্বয়ং উঠে গিয়ে হাত ধোয়ার পানিটুকু আপনার পিতাকে এগিয়ে দিতেন।

তবে আপনার পিতা যদি দাঁড়াতে না পারেন অথবা দাঁড়াতে কষ্ট হয় অথবা আপনার পিতা স্বয়ং আপনাকেই পানি উপস্থিত করতে আদেশ করলেন এবং আপনি আদেশটি পালন করলেন না তখন কিন্তু আপনি আপনার পিতার অবাধ্য বলে বিবেচিত হবেন।

অবাধ্যতার আরো কিছু দৃষ্টান্ত:

১. মাতা-পিতার নিকট আপনি কখনো বসছেন না। তাদের ঘনিষ্ঠ হচ্ছেন না। পারিবারিক সমস্যা নিয়ে তাদের সঙ্গে কোন আলোচনাই করছেন না এবং তাদের প্রয়োজন সম্পর্কে কিছু জানতেও চাচ্ছেন না।

২. পিতামাতা  সন্তানের যে যে ব্যাপারে পরামর্শ দিতে পারেন সে ব্যাপারে তাদের নিকট কোন পরামর্শ না চাও অবাধ্যতা । কারণ, কিছু কিছু ব্যাপার তো এমনো থাকতে পারে যে তারা সে ব্যাপারে তার সন্তানকে  কোন পরামর্শ দেয়ারই যোগ্যতা রাখেন না। তখনো কিন্তু  তার সন্তান সে ব্যাপারে বিজ্ঞ লোকের পরামর্শ তাদের সম্মুখে উপস্থাপন করে তাদের মতামত চাইতে হবে।তখন অবশ্যই তারা এ পরামর্শ সমর্থন করবেন এবং সন্তানের উপর  উপর সন্তুষ্ট হবেন।

৩. সন্তান কোথায় বের হচ্ছে পিতা মাতাকে না জানিয়ে বের হওয়াটা উচিত নয়। সন্তানের উচিত তার পিতা-মাতাকে জানিয়ে যাওয়া

৪. সহজ ভাবে তাদের কোন খেদমত করতে রাজি না হওয়া একটা বিরাট অবাধ্যতা। এমন একটা সময় আসে যখন নিজে নিজে অনেক কাজ করার সামর্থ্য থাকে না সেই সময় সন্তানেরা যদি পাশে না থাকে তাহলে তাদের সেই কাজটি সম্পাদন করা অনেক হয়ে যায় সন্তানও যদি পাশে না থাকে তখন তারা অনেক কষ্ট পান এমন ছোট ছোট অবাধ্যতা থেকেই বড় বড় সমস্যা সৃষ্টি হয়ে যায়। আল্লাহতালা নারাজ হতে থাকেন

৫. আপনার প্রয়োজনকেই আপনার মাতা-পিতার প্রয়োজনের উপর অগ্রাধিকার দিলেন। যেমন: আপনাকে তারা কোন কাজের আদেশ করলেন। উত্তরে আপনি বললেন: এখন আমার একটুও সময় নেই। সময় পেলেই তা করে ফেলবো।

৬. নিজকে আপনার মাতা-পিতার চাইতেও বড় মনে করলেন। তা সাধারণত হয়ে থাকে যখন আপনি সামাজিক কোন সম্মানের অধিকারী হয়ে থাকেন অথবা মাতা-পিতা অপেক্ষা আপনি বেশি নেককার। যেমন: আপনি নামায পড়ছেন অথচ আপনার মাতা-পিতা নামায পড়ছেন না। তখনই আপনার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি অবাধ্যতা পাওয়া যাওয়া খুবই সহজ।

৭. মাতা-পিতার মধ্যে কোন অপরাধ অবলোকন করে আপনি তাদের অবাধ্য হলেন। যেমন: আপনার মাতা-পিতা খুব কঠিন মেজাজের, অত্যন্ত কৃপণ, গোঁয়ার বা একগুঁয়ে। কিন্তু আপনাকে মনে রাখতে হবে যে, শির্ক চাইতে আর বড় অপরাধ দুনিয়াতে নেই। যখন আপনার মাতা-পিতা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে আপনাকে কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে শরীক করতে বললেও আল্লাহ্

তা'আলা আপনার মাতা-পিতার সাথে দুনিয়াতে ভালো ব্যবহার করতে আদেশ করেছেন তখন এ ছাড়া অন্য কোন অপরাধের কারণে তাদের অবাধ্য হওয়া মারাত্মক অপরাধই বটে।

৮. দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করে আপনি তাদের সঙ্গে কোন ব্যাপারে তর্ক ধরলেন। যেমনিভাবে আপনি তর্ক ধরে থাকেন আপনার সাথী-সঙ্গীদের সাথে। কারণ, আপনি তাদের সঙ্গে কোন দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করতে আদিষ্ট নন। বরং আপনি সর্বদা তাদের সঙ্গে নম্রতা দেখাতে একান্তভাবে বাধ্য।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

»وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوْا إِلاَّ إِيَّاهُ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَـهُمَا أُفٍّ، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، وَقُلْ لَـهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا، وَاخْفِضْ لَـهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا«

"আপনার প্রভু এ বলে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারোর ইবাদাত করবেনা এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তাদের একজন বা উভয়জন তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তুমি তাদেরকে বিরক্তি সূচক কোন শব্দ বলবেনা এবং তাদেরকে ভৎর্সনাও করবেনা। বরং তাদের সাথে সম্মান সূচক নম্র কথা বলবে। দয়াপরবশ হয়ে তাদের প্রতি সর্বদা বিনয়ী থাকবে এবং সর্বদা তাদের জন্য এ দো'আ করবে যে, হে আমার প্রভু! আপনি তাদের প্রতি দয়া করুন যেমনিভাবে শৈশবে তারা আমার প্রতি অশেষ দয়া করে আমাকে লালন-পালন করেছেন"। (ইস্রা/বানী ইসরাঈল্ : ২৩-২৪)

তবে তারা আপনাকে কোন গুনাহ্'র আদেশ করলে আপনি তাদেরকে কুর'আন ও হাদীসের বাণী শুনিয়ে সে আদেশ থেকে বিরত রাখবেন।

৯. মাতা-পিতার পারস্পরিক ঝগড়া দেখে আপনি তাদের যে কারোর পক্ষ নিয়ে অন্যজনকে কোন অপবাদ, কটু কথা বা বিরক্তি সূচক শব্দ বললেন। এমনকি তার অবাধ্য হলেন। যেমন: আপনি আপনার মাতা-পিতার মধ্যে কোন ঝগড়া হতে দেখলেন এবং আপনি বুঝতেও পারলেন যে, আপনার পিতা এ ব্যাপারে সত্যিকারই দোষী। সুতরাং আপনি এ পরিবেশে আপনার পিতাকে কোন গাল-মন্দ করতে পারেননা এবং তার সাথে কোন কঠোরতাও দেখাতে পারেননা। যাতে আপনি তার অবাধ্য বলে বিবেচিত হবেন। বরং আপনার কাজ হবে, সূক্ষ্মভাবে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়া। তবে খেয়াল রাখবেন, মীমাংসা করতে গিয়ে আপনার পিতাকে আপনি কোন বিশ্রী শব্দ বলবেন না। যাতে তিনি আপনাকে আপনার মায়ের পক্ষপাতী বলে মনে না করেন। বরং আপনি আপনার পিতার প্রতি ভালোবাসা দেখাবেন এবং তাদের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। এরপরও আপনার পিতা হঠকারিতা দেখালে আপনি তাকে কটু বাক্য শুনাতে পারেন না এবং তার প্রতি কঠোরও হতে পারেন না।

১০. আপনি বিবাহ করার পর আপনার মাতা-পিতা থেকে ভিন্ন হয়ে গেলেন। আপনি মনে করছেন, আপনার মাতা-পিতার সঙ্গে আপনার মানসিকতার কোন মিল নেই। সুতরাং দূরে থাকাই ভালো অথবা আপনার স্ত্রী আপনাকে ভিন্ন হতে বাধ্য করেছে অথবা আপনি আপনার

পরিবারের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করতে চান অথবা আপনি মনে করছেন, ঘরে এমন লোক রয়েছে যারা তাদের খিদমতের জন্য যথেষ্ট অথবা আপনি একাকী ভালো খেতে ও ভালো পরতে চান। কারণ, আপনার এমন সঙ্গতি নেই যে, আপনি আপনার মাতা-পিতাকে নিয়ে ভালো খাবেন ও ভালো পরবেন।

আপনার ধারণাগুলো সঠিক কিনা সে বিষয়ে আলোচনা না করে আমি উক্ত ব্যাপারে আপনাকে একটি মৌলিক ধারণা দিতে চাই। তা হচ্ছে এই যে, এ ব্যাপারে আপনাকে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে:

ক. তাদের থেকে ভিন্ন হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম আপনাকে তাদের অনুমতি চাইতে হবে। তারা আপনাকে ভিন্ন হওয়ার মৌখিক অনুমতি দিলেও আপনাকে এ ব্যাপারে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে, তারা অনুমতিটুকু সুস্পষ্ট ভাষায় ও সন্তুষ্ট চিত্তে দিচ্ছেন কিনা? নাকি এমনিতেই দিচ্ছেন।

খ. তাদের খিদমতের জন্য পছন্দসই যথেষ্ট লোক থাকতে হবে। সুতরাং ঘরের মধ্যে যদি তাদের খিদমতের জন্য কোন লোক না থাকে অথবা তারা আপনার ও আপনার স্ত্রীর খিদমতের মুখাপেক্ষী হন তাহলে এমতাবস্থায় আপনার জন্য ভিন্ন হওয়া জায়িয হবে না। যদিও তারা আপনাকে এ ব্যাপারে মৌখিক অনুমতি দিয়ে থাকে। কারণ, সে অনুমতি কখনো সন্তুষ্ট চিত্তে হবে না।

গ. তাদেরকে সর্বদা প্রয়োজনীয় খরচাদি দিতে হবে। আপনি যেখানেই থাকুননা কেন।

**১১.** তারা আপনাকে কোন সংবাদ জিজ্ঞাসা করছেন। অথচ আপনি এ ব্যাপারে তাদেরকে কোন উত্তরই দিচ্ছেন না। যেমন: আপনি কোন ব্যাপারে খুশি হয়েছেন অথবা নাখোশ। তখন এ ব্যাপারে আপনার মাতা-পিতা জানতে চাইলেন। অথচ আপনি কিছুই বলছেননা।

**১২.** আপনি কারোর মাতা-পিতাকে গালি দিলেন। অতঃপর সেও আপনার মাতা-পিতাকে গালি দিয়েছে।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ.

''সর্ববৃহৎ অপরাধ হচ্ছে নিজ মাতা-পিতাকে লা'নত করা। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহ্'র রাসূল! মানুষ কিভাবে নিজ মাতা-পিতাকে লা'নত করতে পারে? তিনি বললেন: তা এভাবেই সম্ভব যে, সে কারোর মাতা-পিতাকে গালি দিলো। অতঃপর সে ব্যক্তি এর মাতা-পিতাকে গালি দিলো''। (বুখারী ৫৯৭৩; মুসলিম ৯০)

## ইসলামে পিতামাতার প্রতি সদাচরণের গুরুত্ব

যদি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করে কিন্তু পিতা-মাতার কৃতজ্ঞতা আদায় না করে তবে তা আল্লাহর নিকট প্রত্যাখ্যাত। সে কারণেই মহাগ্রন্থ আল কুরআনে একাধিকবার আল্লাহর আনুগত্যের নির্দেশের সাথে সাথে পিতা-মাতার আনুগত্য করার প্রতি নির্দেশ এসেছে। ধ্বনীত হয়েছে তাদের সাথে খারাপ আচরণ করার প্রতি কঠিন হুশিয়ারী। তা যে কোন কারণেই হোক না কেন। ইরশাদ হচ্ছে:"তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। এবং তার সাথে কাউকে শরীক কর না আর পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর।" [সূরা নিসাঃ ৩৬আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন: "আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে।" [সূরা আনকাবূতঃ ৮]

তিনি আরও বলেন: "আর আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচারণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে (সন্তানকে) কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।" [সূরা লোকমানঃ১৪)

## বর্তমান সমাজে পিতা মাতার অবস্থা

বর্তমান সমাজে আশেপাশের চিত্র লক্ষ্য করলে দেখা যায় বয়স্ক পিতা মাতারা মানবেতর জীবন যাপন করছেন।তাদের গায়ের শক্তি কমেছে বয়স বেড়েছে সংসারেও প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এক বা একাধিক সন্তান থাকা সত্ত্বেও বৃদ্ধ বয়সে ঘরে তাদের জায়গা হয় না, তাদের জায়গা হচ্ছে বৃদ্ধাশ্রমে।

অনেক শিক্ষিত পরিবারের শিক্ষিত সন্তানেরাও তাদের পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসছেন। তথাকথিত শিক্ষিত সন্তানেরা তাদের পিতামাতাদের সাথে অবহেলা এবং দুর্ব্যবহার করতে থাকে। তাদের ব্যায়ভার বহন করতে চায় না। মাঝে মাঝে তো দেখা যায় বৃদ্ধাশ্রমেও রেখে আসে না ফেলে আসে রাস্তার পাশে।

এই অবস্থা সমাজে তাদের প্রতি অবহেলা এবং  অসংবেদনশীলতার একটি গুরুতর চিত্র ফুটিয়ে তোলে।

বর্তমান সমাজের কিছু চিত্র

**অবহেলা ও দূর্ব্যাবহার**

বর্তমান লক্ষ্য করা যায় বেশিরভাগ সন্তানেরাই তাদের বয়স্ক পিতামাতাকে অবহেলা চোখে দেখে।তাদের সাথে দূর্ব্যাবহার করতে থাকে।তাদের কোনো খোঁজ খবর রাখতে চায় না।সেটা শিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত পরিবার হোক।

**বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানো**

অনেক সন্তানেরা তাদের পিতামাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে।কাউকে তো দেখা যায় যে তারা তাদের পিতা মাতাকে বস্তায় ভরে ময়লার স্তুপে রেখে আসছে।

**ব্যায়ভার বহন করে না** এখনকার বেশির ভাগ সন্তানেরা তাদের বয়স্ক পিতা-মাতার ব্যাবহার বহন করে না। মানুষ বয়স্ক হলেও তাদের টাকা পয়সা প্রয়োজন হয়। কিন্তু তাদের আয় করা শক্তি বা সামর্থ্য কিছুই থাকে না। তখন সন্তানদের দিকেই তাকিয়ে থাকতে হয়। অথচ সেই সন্তানেরা তাদের খেয়াল করেনা।

**চিকিৎসা করে না**

পিতা-মাতা অসুস্থ হয়ে গেলে বার্ধক্যে পৌঁছালে সন্তানেরা তাদের দেখভাল করে না চিকিৎসা করে না বেশিরভাগ।

**এই অবস্থার কারণ নিচে তুলে ধরা হলো**

**নৈতিক অবক্ষয়**

নৈতিক জ্ঞান না থাকায় বর্তমানে এসব চিত্র বেশি লক্ষ্য করা যায়। নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে সন্তানেরা তাদের পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব পালনে অবহেলা দেখায়।

**আধুনিক শিক্ষার নেতিবাচক প্রভাব**

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বেশিরভাগ সন্তানেরাই নৈতিক মূল্যবোধ থেকে অনেক দূরে থাকে। যার নীতিবাচক প্রভাব সমাজে পড়তে থাকে। থেকে তারা পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমের মতন জায়গায় রেখে আসতে পারে।

**ব্যক্তিগত স্বার্থ**

অনেক সন্তান তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এজন্য তারা তাদের পিতা-মাতাকে বোঝা স্বরূপ ভাবতে থাকে এই কারণে তারা তাদের পিতা মাতার কাছ থেকে দূরে সরে চলে যায়।

**সমস্যার সমাধানের উপায় নিচে দেওয়া হল**

সন্তানদের নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে, আল কুরআন আল হাদিস চর্চা বাড়াতে হবে,কাউন্সেলিং করানো যেতে পারে ব্যক্তি নিজ স্বার্থের কথা কম ভাবতে হবে।তাহলে আশা করা যায় সবাই মিলেমিশে একই পরিবারে একসাথে থাকা যাবে।

## উপসংহার

পিতা মাতা জীবিত থাকা প্রত্যেক সন্তানের জন্য রিযিক। পিতা-মাতা সন্তানের কল্যাণে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে পারে। সন্তানের বিপদে আপদে সবার আগে তাদের পিতা মাতায় দৌড়িয়ে আসে। সন্তানের সফলতায় খুশি হয়। পিতা মাতার ভালবাসার মধ্যে কোন স্বার্থ থাকে না

পিতা মাতা যখন তাদের সন্তানদের নিঃস্বার্থভাবে জন্মের পর থেকে আগলে রেখেছে মানুষ করেছে সেই হিসেবে সন্তানেরও উচিত তাদের পিতা মাতার প্রতি সর্বদা কোমল আচরণ করা। তাদেরকে নিজের সাথে রাখা। তাদের প্রতি সকল দায়িত্ব পালন করা। কখনো তাদের সাথে খারাপ আচরণ করা যাবে না।